নাসিম আরও ৭২ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে আরও ৭২ ঘণ্টার নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। মঙ্গলবার দুপুরে বাংলাদেশ স্পোশালাইজড হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আল ইমরান চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। তার অবস্থার উন্নতি কিংবা অবনতি হয়নি।

এদিকে দ্বিতীয়বারের মতো নমুনা পরীক্ষায় মোহাম্মদ নাসিমের শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। আগামীকাল বুধবার আবার তার নমুনা পরীক্ষা করা হবে।

বর্তমানে রাজধানীর শ্যামলীর বেসরকারি এই হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভেন্টিলেশনে আছেন মোহাম্মদ নাসিম। অচেতন অবস্থায় তাকে লাইফসাপোর্ট দিয়ে রাখা হয়েছে। মস্তিস্কে অস্ত্রোপচারের পর থেকেই তিনি কোমায়। চিকিৎসকেরা পরবর্তী পদক্ষেপ না নেয়া পর্যন্ত এ অবস্থায়ই তার চিকিৎসা চলবে।

এদিকে মোহাম্মদ নাসিমের শারীরিক অবস্থা নিয়ে সোমবার রাত সাড়ে ৮টায় মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা অনলাইনে মিটিং করেন। এ সময় বোর্ডের সদস্যরা তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। নাসিমের অবনতি না হওয়ায় আশাবাদী হন ডাক্তাররা।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালের পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আল ইমরান চৌধুরী সোমবার রাত ১১টায় যুগান্তরকে বলেন, মেডিকেল বোর্ডের মিটিং হয়েছে। মোহাম্মদ নাসিমের শারীরিক অবস্থা আগের মতোই আছে। এটাকেই ইমপ্রুভমেন্ট বলা হয়। তার চিকিৎসা আগের মতোই চলবে বলেও জানান তিনি।

১ জুন জ্বর-কাশিসহ করোনাভাইরাসের লক্ষণ নিয়ে এই হাসপাতালে ভর্তি হন মোহাম্মদ নাসিম। সেখানেই করোনাভাইরাস পরীক্ষার ফল পজিটিভ আসে। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টায় মোহাম্মদ নাসিমের ব্রেনস্ট্রোক হয়। হাসপাতালের নিউরো সার্জন অধ্যাপক রাজিউল হকের নেতৃত্বে কয়েক

ঘণ্টায় তার অস্ত্রোপচার সফল হয়। কিন্তু মাথার ভেতরে কিছু রক্ত জমাট বেঁধে আছে। স্ট্রোকের পর থেকেই তিনি অচেতন অবস্থায় আছেন। সুত্র-যুগান্তর

চীনের মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা আসায় রোগীরা সাহস পাবেন: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশকে কারোনা চিকিৎসায় সহযোগিতা করার জন্য চীনের ১০ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল সোমবার ঢাকায় এসে পৌঁছেছে। তারা আগামী ২২ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করবেন।

বিমানবন্দরে চীনের চিকিৎসক দলকে স্বাগত জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, চীনের চিকিৎসক দলের মাধ্যমে বাংলাদেশের চিকিৎসকরা উৎসাহ পাবেন। তাছাড়া এদেশের রোগীরাও সাহস পাবেন।

তিনি বলেন, পৃথিবীর সব দেশকে সম্মিলিতভাবে করোনা মহামারী মোকাবিলায় কাজ করতে হবে। করোনা বৈশ্বিক ইস্যু এবং এটা কোনো একক দেশের পক্ষে ম্যানেজ করা সম্ভব নয়। করোনা পরবর্তী অথনৈতিক সমস্যা মোকবিলায়ও বিভিন্ন দেশের পারস্পারিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, চীন বাংলাদেশের করোনা মোকাবিলায় সহযোগিতার পাশাপাশি রোহিঙ্গা বিষয়েও বিশেষ আগ্রহ নিয়ে কাজ করছে।

তিনি বলেন, আশা করি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানেও চীনের সহায়তা আমাদের অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো গভীর হবে বলে ড. মোমেন আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ড. মোমেন বলেন, চীনের এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল আমাদের চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন, বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিদর্শন

করবেন। প্রয়োজনবোধে তারা এদেশের করোনা চিকিৎসার বিষয়ে সুপারিশ করবেন। এতে আমাদের রোগীরা সাহস পাবেন।

এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, চীন করোনা নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে। করোনা রোগী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশও চীনকে অনুসরণ করছে। এমনকি নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টিও চীন প্রথম আবিষ্কার করে।

এ সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক এফ এম বোরহান উদ্দীন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

সাড়া নেই নাসিমের, পরবর্তী সিদ্ধান্ত বিকালে

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। তিনি এখনও গভীর কোমায় আছেন। চেতনা ফিরে পাননি, ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন না। সোমবার বিকালে তার বিষয়ে চিকিৎসকরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত দেবেন বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

আজ বিকাল ৪টায় চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে নাসিমের ৯৬ ঘণ্টা পার হবে। গত চার দিনে তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। অস্ত্রোপচারের পর তিনি যেমন ছিলেন, এখনও সে রকমই আছেন।

মোহাম্মদ নাসিমের চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল টিমের সদস্যরা রোববার দুপুরে এমন তথ্য জানান।

মেডিকেল বোর্ডের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্য ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া যুগান্তরকে বলেন, এখনও কোনো সাড়া নেই নাসিমের। তার অবস্থা

অপরিবর্তিত। তার অবস্থা সংকটাপন্ন।

তিনি বলেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত উনার হার্ট বন্ধ না হয় বা অন্য কিছু না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার চিকিৎসা চলবে।’

মোহাম্মদ নাসিমের সিটিস্ক্যান করা হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নে ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া বলেন, তিনি কোমায় আছেন। সিটিস্ক্যান করার মতো অবস্থায় তিনি নেই। সিটিস্ক্যান করতে গেলেও ঝুঁকি। অবস্থার উন্নতি হলে সিটিস্ক্যান করা হবে।

তিনি জানান, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পালস গতকাল যে রকম ছিল এখনও সে রকম আছে। এখনও ভেন্টিলেশনে আছেন। শ্বাস-প্রশ্বাস আগে যে রকম ছিল এখনও সে রকমটাই আছে।

ডা. কনক কান্তি বলেন, প্রতি ঘণ্টায় বা ২৪ ঘণ্টা পর পর রোগীর শারীরিক অবস্থা কেমন হচ্ছে তা নিয়ে আমরা রিপোর্ট দিয়ে থাকি। তবে প্রাথমিকভাবে দুই-তিন বা চার দিন দেখে একটা সামআপ করে রোগীর অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। এ ছাড়া সিটিস্ক্যানসহ অনেক পরীক্ষা করেও ব্রেনের অবস্থা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু শনিবার ও রোববার যে অবস্থা দেখেছি, তাতে বলা যায় তার শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। তাকে অনেক ধরনের সাপোর্ট দেয়া আছে। সে জন্য ঝুঁকির কারণে এখন সিটিস্ক্যান করা যাচ্ছে না। তার শরীরের অবস্থা আরেকটু উন্নতি হলে সিটিস্ক্যান করা হবে।

১ জুন জ্বর-কাশিসহ ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি হন মোহাম্মদ নাসিম। সেখানে করোনাভাইরাস পরীক্ষায় ফল পজিটিভ আসে। শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টায় মোহাম্মদ নাসিমের ব্রেনস্ট্রোক হয়। হাসপাতালের নিউরো সার্জন অধ্যাপক রাজিউল হকের নেতৃত্বে কয়েক ঘণ্টায় তার অস্ত্রোপচার সফল হয়। সফল অস্ত্রোপচার হলেও এখনও তার মাথার ভেতরে বেশ কিছু রক্ত জমাট বেঁধে আছে। স্ট্রোকের পর থেকেই তিনি অচেতন অবস্থায় আছেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মোহাম্মদ নাসিমের চিকিৎসায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ও নিউরো সায়েন্সের পরিচালক প্রফেসর ডা. দ্বীন মোহাম্মদ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডা. কনক কান্তি বড়ুয়াসহ ১৩ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। নাসিমের ছেলে তানভীর শাকিল জয় ও চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে তার সর্বশেষ শারীরিক অবস্থাসহ সার্বিক খোঁজখবর রাখছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নাসিম আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্যের পাশাপাশি ১৪ দলের মুখপাত্রও। ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান মোহাম্মদ নাসিম। এর আগে ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় স্বরাষ্ট্রসহ একাধিক মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।
সূত্র-যুগান্তর

এই দুর্দিনে শ্রমিক ছাঁটাই করবেন না: কাদের

করোনা মহামারীর মধ্যে পোশাকশিল্পসহ অন্যান্য সেক্টরে শ্রমিক ছাঁটাই নিয়ে যে আলোচনা চলছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি শ্রমিক ছাঁটাই না করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, শ্রমিকরা সুদিনে মালিকদের মুনাফা এনে দিয়েছে। আজ দেশের এই দুর্দিনে তাদের ছাঁটাই করা যাবে না। ছাঁটাইয়ের মতো অসন্তোষ উদ্রেককারী সিদ্ধান্তের খবর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো অবস্থা হবে। তিনি বিজিএমইএসহ সংশ্লিষ্টদের বিষয়টি মানবিক দিক বিবেচনায় নিয়ে সমন্বয়ের আহ্বান জানান।

ওবায়দুল কাদের সোমবার রাজধানীর সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।

শুধু ব্যবসা নয়, অসহায় মানুষের প্রতি সহমর্মী হয়ে ছাঁটাই না করার জন্যও মালিকদের প্রতি অনুরোধ জানান সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী।

গণপরিবহনে ভাড়া বেশি আদায়ের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দূরপাল্লায় গাড়িতে অভিযোগ না থাকলেও শহর এলাকায় ভাড়া বৃদ্ধির কিছু অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। মালিক-শ্রমিকদের পাশাপাশি যাত্রীদেরও এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

ওবায়দুল কাদের সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং যাত্রীদের থেকে বাড়তি ভাড়া না নিতে মালিক-শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঘরে ঘরে সুরক্ষা ও সচেতনতার দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। ইনশাআল্লাহ এ সংকট মোকাবেলা করে আমরা চিরচেনা সজীবতায় ফিরে আসব এবং সংকটের মেঘ অচিরেই কেটে যাবে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায়।

মন্ত্রী সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক-নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, করোনা এবং অন্যান্য রোগীর সেবায় মানবিক হোন, ইতিমধ্যে চিকিৎসা না পেয়ে হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে অনেকের মারা যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। তাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে মানবিক আচরণ ও সহানুভূতিশীল হতে হবে।

‘রেড জোন’; পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ

দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এখন নতুন পদ্ধতিতে শতভাগ লকডাউনে যাচ্ছে সরকার। কাল রবিবার রাজধানী ঢাকায় এই লকডাউন শুরু হওয়ার কথা। আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে দেশের অন্যান্য স্থানে লকডাউন কার্যকর হবে এলাকাভিত্তিক। স্বাস্থ্য বিভাগ এ ব্যাপারে এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে রাজধানীর যেসব এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে, সেসব এলাকা আজ-কালকের মধ্যেই লকডাউন করা হবে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর সূত্র জানায়, প্রথম দফায় সরকার রাজধানী ঢাকাকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ঢাকার যে যে এলাকায় বেশি সংক্রমণ ঘটেছে এবং বেশি রোগী আক্রান্ত সেসব এলাকা চিহ্নিত করার কাজ প্রায় শেষ করা হয়েছে। এখন বিশেষজ্ঞদের অভিমতের ভিত্তিতে ওই এলাকাগুলো লকডাউন করে দেওয়া হবে। এরপর গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জের যেসব এলাকায় সবচেয়ে বেশি রোগী রয়েছে সেসব এলাকা একই পদ্ধতিতে লকডাউন করা হবে।

এবারের লকডাউনে সর্বোচ্চ কড়াকড়ি আরোপ করা হবে। লকডাউন করা ‘রেড জোন’ এর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত কাউকেই ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হবে না।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বিশেষজ্ঞ কমিটি বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করে ঢাকাসহ সারা দেশের বড় বড় শহর থেকে শুরু করে একেবারে গ্রাম পর্যন্ত প্রায় সব এলাকায় প্রতিদিন শনাক্ত হওয়া আক্রান্তদের মোবাইল নম্বর চিহ্নিত করে ওইসব এলাকার ম্যাপ তৈরি করছেন। রাজধানীতে এ কাজ প্রায় শেষ। দেশের অন্যান্য এলাকায় এখনো চিহ্নিত করার কাজ চলছে।

স্বাস্থ্য ও সেবা বিভাগের একজন কর্মকর্তা বাংলাদেশ প্রতিদিনকে জানান, মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে রোগী চিহ্নিত করার পর যেসব এলাকায় সবচেয়ে বেশি রোগী দেখা যাচ্ছে সে এলাকাকে ‘রেড জোন’ বলে ঘোষণা দিয়ে ওই এলাকা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পুরোপুরি লকডাউন করে দেওয়া হবে। একই পদ্ধতিতে ইয়েলো ও গ্রিন জোন চিহ্নিত করা হবে। এরপর প্রয়োজনে ইয়েলো জোনকেও লকডাউনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে ইয়েলো জোনে কেউ খুব জরুরি প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতে চাইলে সেই সুযোগ দেওয়া হবে।

স্বাস্থ্য ও সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান খান গতকাল বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, বিশেষজ্ঞরা কাজ করছেন। আশা করছি, আগামীকাল থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় লকডাউন কার্যকর করার ঘোষণা আসবে। যেসব এলাকায় রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত হবে সেসব এলাকাকে লকডাউন করা হবে। তিনি বলেন, আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে একই প্রক্রিয়ায় সারা দেশে এই লকডাউন কার্যকর করা হবে। সারা দেশের চিত্রটা তৈরি করতে আরও দুই-তিন দিন সময় লাগবে। তাই বৃহস্পতিবার নাগাদ সারা দেশের ঘোষণা আসবে। দেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় ৮ মার্চ। এরপর সরকার ২৬ মার্চ থেকে সারা দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। এই ছুটির সময় পরবর্তীতে দফায় দফায় বাড়িয়ে ৩০ মে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘ ৬৬ দিনের এই ছুটির মূল উদ্দেশ্যই ছিল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানো। কিন্তু সরকার সাধারণ ছুুটি দিলেও লকডাউন ঘোষণা না করায় কার্যত ওই ছুটির সময়ে লোকজনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। এমনকি ছুটিকালীন সময়ে গার্মেন্ট কারখানার শ্রমিকদের ঢাকায় ডেকে নিয়ে আসেন মালিকপক্ষ।

তারপর আবার তাদের ফেরতও পাঠান। এ নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয় বিভিন্ন মহলে। এরপর ঈদের সময় রাজধানী থেকে লোকজন গ্রামে ছুটে

যায় কোনো রকম নিয়ম না মেনেই। আবার ছুটি শেষ হলে গ্রাম থেকে দল বেঁধে মানুষজন ঢাকায় চলে আসেন। এসব যাত্রায় কোনো রকম স্বাস্থ্যবিধি মানা হয়নি। ফলত করোনাভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে গত কয়েক দিনের পরীক্ষায় করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সরকারকে দুশ্চিন্তায় ফেলে। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রিপরিষদ সচিব গত ১ জুন সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও বাণিজ্যমন্ত্রী, ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ও বেশ কয়েকজন সচিবকে নিয়ে জরুরি সভা করেন। সভায় উপস্থিত প্রায় প্রত্যেকেই নতুন করে লকডাউনের পক্ষে মত দেন। এই সভার পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে সারা দেশকে তিনটি জোনে ভাগ করে যেসব এলাকায় সংক্রমণ বেশি সেগুলোতে এলাকাভিত্তিক লকডাউন করা হবে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনা আক্রান্ত নাসিমের অবস্থা সংকটাপন্ন

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য, কেন্দ্রীয় ১৪ দলের মুখপাত্র ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের অবস্থা সংকটাপন্ন। তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মোহাম্মদ নাসিমের সাবেক এপিএস মোশাররফ হোসেন যুগান্তরকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, উনার অবস্থা সংকটাপন্ন। বর্তমানে আইসিইউতে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। ৪৮ ঘণ্টা পার হলে চিকিৎসকরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন।

জ্বর-কাশিসহ করোনাভাইরাসের লক্ষণ নিয়ে গত ১ জুন দুপুরে ঢাকার শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে ভর্তি হন নাসিম।

সেখানেই করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

রাতে ওই পরীক্ষার ফল ‘পজিটিভ’ আসে। তার পরের তিন দিন পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও শুক্রবার সকালে নাসিমের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তার অস্ত্রোপচার করা হয়।

হাসপাতালের নিউরো সার্জন অধ্যাপক রাজিউল হকের নেতৃত্বে কয়েক ঘণ্টার অস্ত্রোপচার শেষে তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (আইসিইউ) স্থানান্তর করা হয়।

২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান মোহাম্মদ নাসিম। এর আগে ১৯৯৬-২০০১ সালের আওয়ামী লীগ সরকারের সময় স্বরাষ্ট্রসহ একাধিক মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ইবি ছাত্রলীগের বৃক্ষরোপন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) শাখা ছাত্রলীগের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শুক্রবার (৫ জুন) দুপুরে মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব ম্যুরালের পাশ্ববর্তী জায়গা সহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রায় শতাধিক বৃক্ষরোপন করেন নেতৃবৃন্দ।

জানা যায়, সারা বিশ্বে মহামারি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে অসহায় করে দিয়েছে জনজীবন। তবুও থেমে নেই বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কার্যক্রম। করোনা পরিস্থিতিতে নানা ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে সংগঠনটি। এর মধ্যেও ভয়কে জয় করে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কর্মসূচী ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। কেন্দ্রীয় ঘোষিত এ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন করেন শাখা ছাত্রলীগ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক

নেতা তৌকির মাহফুজ মাসুদ, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান লালন, সহ সম্পাদক ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাতসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এ ব্যাপারে সাবেক ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান লালন বলেন, মুজিববর্ষ ও বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ ঘোষিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আমরা বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন করেছি। এছাড়া জীবন ধারণ করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা হল অক্সিজেন, যা আমাদের যোগান দেয় উদ্ভিদ। তাই জীবনের জন্য ও পরিবেশের জন্য, উদ্ভিদ কূলকে এবং পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের পরিস্থিতি বজায় রাখতে বৃক্ষরোপনের বিকল্প নেই।

মেহেরপুরে পৌর বিএনপি’র উদ্দেগ্যে ৪০০টি পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৩৯তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে করোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্থ, কর্মহীন ৪০০টি পরিবারের মাঝে মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র উদ্দেগ্যে পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের উপস্থিতিতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও মেহেরপুর এক আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জনাব মাসুদ অরুন।

উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, যুগ্ম-সম্পাদক আব্দুর রহিম, আরজুল্লাহ মাষ্টার বাবলু, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা, জেলা বিএনপি’র অন্যতম নেতা শাহজাহান সাহান, পৌর বিএনপি’র যুগ্ম-সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান হাফি, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মুশারফ হোসেন তপু, সহ-সভাপতি মুশারফ হোসেন তপু, যুগ্ম-সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, নওশেল আহামেদ রনি, যুবদল নেতা মোঃ রাজিব শেখ, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহবায়ক খোরশেদ আলম দুখু, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ বিন রফিক সিজার, সদর উপজেলা ছাত্রদলের

আহবায়ক বখতিয়ার হোসেন বুলবুল, সদস্য সচিব শেখ রাসিদুল ইসলাম রাজন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক আকিব জাভেদ সেনজির, সদস্য সচিব আফিরুল ইসলাম প্রমূখ।

বাঁচলে বাঁচো,মরলে মরো, আমরা তো গদিতে আছি আরামে: রিজভী

‘অনির্বাচিত’ সরকারের কাছে জনগণের জীবনের ছিটেফোঁটাও মূল্য নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।তিনি বলেছেন,জনগণ এখন তাদের গবেষণার গিনিপিগ।অবিবেচকের মত করোনা প্রাদুর্ভাবের মাঝেই সবকিছু খুলে দিয়ে এখন তামাশা দেখছে সরকার। তাদের ভাবখানা এমন-চরে খাও, বাঁচলে বাঁচো, মরলে মরো। আমরা তো গদিতে আছি আরামে’।

বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে এসব কথা বলেন তিনি।
সরকারের সমালোচনা করে রিজভী বলেন, যারা ক্রসফায়ার আর গুমের আদর্শিক চেতনায় লালিত তাদের কাছে জীবনের কোনো মূল্য নেই। টেস্টের অনুপাতে আক্রান্ত এবং মৃত্যুর হার সব দেশকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সকারের সীমাহীন ব্যর্থতার কারণে পরিস্থিতি দিন দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। হিমালয় সমান ভুল সিদ্ধান্ত, অর্বাচীনতা, ব্যবসায়ী ও আমলাদের স্বার্থের কাছে নতজানুতা এবং সরকারের একটি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আরেকটি ডিপার্টমেন্টের সমন্বয়হীনতা মানুষের জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

সরকার দলীয় সিন্ডিকেটের পকেট ভরতে গণপরিবহনের ভাড়া বাড়িয়েছে এমন অভিযোগ করে রিজভী বলেন,ঘোষণা করেছিলেন বাস ভাড়া মনিটরিং করবেন।কোথায় সেই মনিটরিং-মোবাইল কোর্ট ? দুর্যোগকালে এমনিতেই সাধারণ মানুষ অর্থকষ্টে রয়েছে। কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাট সবকিছু বন্ধ থাকায় গত কয়েক মাসে তাদের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়েছে।তার ওপর পরিবহন ভাড়ার এই অকল্পনীয় নৈরাজ্য যেন প্রবল ঘুর্ণিঝড়ের মধ্যে মধ্য সাগরে লাইফ বোটবিহীন জাহাজের মত।

সেতুমন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বলেন, ওবায়দুল কাদের সাহেব নিশ্চয় জানেন, করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বিশ্বের কোনো দেশে কোথাও গণপরিবহন ভাড়া এক টাকাও বাড়েনি। এমনকি প্রতিবেশী দেশ-যাদের সঙ্গে এই সরকারের নিবিড় সম্পর্ক তারাও ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। সুত্র-যুগান্তর

যথাযথ পদক্ষেপের ফলেই দেশের করোনা পরিস্থিতি ভালো: প্রধানমন্ত্রী

সরকারের সময়োচিত এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি ভালো অবস্থায় রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বৃহস্পতিবার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে (পিএমওতে) অনুষ্ঠিত অনুদান গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। এসময় তিনি বলেন, সবার সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাদেশ অবশ্যই এই অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে।-খবর বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলায় তার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে আরও ২৪ সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং চার ব্যক্তির কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করেছেন।

তার মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পিএমওতে অনুদানের চেক গ্রহণ করেন।

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহযোগিতায় এগিয়ে আসা সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এই করোনা পরিস্থিতে দেশের জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখায় তার সরকারের অবস্থানও এ সময় পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

যেসব সংস্থা এবং ব্যক্তিবর্গ অনুদান দিয়েছেন তারা হচ্ছেন-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান পরিবহন এবং পর্যটন কর্তৃপক্ষ, কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড, বাংলাদেশ লিজিং এন্ড ফিন্যান্স কোম্পানিহ এ্যাসোসিয়েশন, আইপিডিসি ফিন্যান্স লি., লংকা-বাংলা ফিন্যান্স লি., উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি., বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যশোর, জিএমএস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাস্ট্রিজ লি. এবং দিএমএস চেক্সটাইল লি, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিজ, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, আলিবাবা এন্ড জ্যাক মা ফাউন্ডেশন, ফ্যাশন গ্লোব গ্রুপ, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফর্মেশন সার্ভিস, সৎসঙ্ঘ হেমায়েতপুর, পাবনা এবং পিপিএস পাইপ ইন্জাস্ট্রিজ লি.।

একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মোহাম্মাদ শাহাবুদ্দিন চুপ্পু এবং গাইনি বিশেষজ্ঞ ডা. রাফা ইসলাম, বারডেমের মেডিকেল অফিসার ডা. সোনিয়া জামিন প্রিত এবং জেডএইচ শিকদার মেডিকেল কলেজের প্রভাষক ডা. সাদিয়া আহমেদও অনুদান প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম এ সময় উপস্থিত ছিলেন। সূত্র-যুগান্তর